শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

নং পসব্য/প্রকা/প্রশা-১৭/২০২০-২১/ ৬২৪ তারিখঃ ০১/০৯/২০২০খ্রি.

ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সকল শাখা।

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার নিমিত্তে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ প্রসঙ্গ।

উপরোক্ত বিষয়ে আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে ১৬/০৮/২০২০ তারিখে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। উক্ত টাকা বিতরণের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরিচালনা বোর্ডের ৩১/০৮/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪তম সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। নীতিমালাটিসহ শাখার ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এতদসঙ্গে আপনাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত) ।

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকদের তালিকা প্রণয়নের জন্য আপনাদেরকে ইতোপূর্বেই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।উক্ত তালিকাটি শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। তালিকা অনুযায়ী যে সকল ঋণ গ্রহীতা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ সে অনুযায়ী ঋণ বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উক্ত ঋণ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে ব্যাংকের সিবিএস এ ৩০৪০১১০৩ কোডে ''কর্মসৃজন'' নামে একটি প্রোডাক্ট তৈরী করা হয়েছে। উক্ত কোডের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। নীতিমালা বর্হিভূত কোন ঋণ বিতরণ করা হলে বা ঋণ বিতরণে কোন প্রকার জাল-জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঋণ বিতরণের তথ্যাদি প্রতি সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে অনলাইনে ইনপুটের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। নীতিমালার বিষয়ে কোন প্রকার মতামত থাকলে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

১.৯.২০২০
(আকবর হোসেন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেরণ করা হলোঃ

১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;
৩. উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;
৪. মহাব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ------------------উপজেলা;
৬. প্রোগ্রামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (নীতিমালাটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য);
৭. জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/জেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (সকল);
৮. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক;
৯. অফিস নথি।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

করোনা ভাইরাস সৃষ্ট কোভিট-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত কর্মসৃজন প্যাকেজের আওতায় বিশেষ ঋণ নীতিমালা

১.ঋণের নাম ।- কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন, সেবা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সরকার ঘোষিত কর্মসৃজন প্যাকেজের আওতায় বিশেষ ঋণ।

২.ঋণের প্রকার ।-কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ এ ঋণের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেনঃ

২.১ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার সমিতির সদস্যবৃন্দের জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার জন্য প্রদেয় ঋণ;
২.২ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের অপেক্ষারত আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্যদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার জন্য প্রদেয় ঋণ;
২.৩ বিদেশ থেকে গ্রামে ফিরে আসা কর্মহীন ব্যক্তিগণের কর্মসৃজনে প্রদেয় ঋণ;
২.৪ শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাওয়া কর্মহীন ব্যক্তিগণের কর্মসৃজনে প্রদেয় ঋণ।

৩.ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ।-

৩.১ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার সমিতির ক্ষতিগ্রস্থ সদস্য ;
৩.২ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের অপেক্ষারত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমিতির ক্ষতিগ্রস্থ সদস্য ;
৩.৩ বিদেশ থেকে গ্রামে ফিরে আসা প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোগী ব্যক্তি ;
৩.৪ শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা প্রান্তিক (দরিদ্র) পর্যায়ের উদ্যোগী ব্যক্তি। যিনি স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করবেন এবং নিজ গ্রামের চলমান সমিতির অন্তর্ভুক্ত সদস্য হবেন।
৩.৫ উপরের পর্যায়ভুক্ত নন, এমন প্রশিক্ষিত উদ্যোগী প্রান্তিক (দরিদ্র) পর্যায়ের ব্যক্তি।
৩.৬ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগী সদস্য/ব্যক্তির বয়স ১৮-৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারী এবং সু-স্বাস্থের অধিকারী এমন সদস্যের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
৩.৭ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার সমিতি বা আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমিতির ক্ষতিগ্রস্থ সদস্য এ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
৩.৮ আগ্রহী ব্যক্তিকে সমিতির আদর্শ সদস্য হতে হবে অর্থাৎ যিনি সমিতির সকল প্রকার নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং গৃহীত ঋণের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। বিদেশ/শহর থেকে আগত ব্যক্তির, যিনি কর্মহীন এবং কর্মসৃজনে আগ্রহী, এক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার গ্রাম বা নিকটস্থ কোন সমিতির সদস্যভুক্ত করে ঋণ মঞ্জুর করতে হবে।

৩.৯ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও অবকাঠামো রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ।

৪.ঋণের প্রদানের ক্ষেত্র/ঋণের খাত ।-

৪.১ কৃষির উৎপাদনমুখী বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগ যথা- কৃষি, মৎস্যচাষ, রেনু পোনা উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি প্রাণি পালন, পশু মোটাতাজাকরণ, ফল ও ফুল চাষ, ঔষধি উদ্ভিদ চাষ এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম ;
৪.২ কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ;
৪.৩ পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কার্যক্রম পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও বিপণন ;
৪.৪ নিষিদ্ধ নয় এবং লাভজনক ও উৎপাদনমুখী বা বাণিজ্যিক বা সেবামূলক যে-কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঋণের খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. প্রদেয় ঋণের পরিমাণ নিম্নরূপ ।-

ক্রমিক	ঋণের ক্ষেত্র	সর্বোচ্চ পরিমাণ
(ক)	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প থেকে নেয়া চলমান ঋণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঋণের অতিরিক্ত ৪০% পর্যন্ত ঋণ,	২৫,০০০/-
(খ)	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের/ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সমিতির সদস্য অথচ এখন পর্যন্ত কোন ঋণ গ্রহণ করেননি, এখন আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত ইচ্ছুক এমন সদস্যের ক্ষেত্রে	৫০,০০০/-
(গ)	বিদেশ থেকে ফেরৎ আসা আগ্রহী উদ্যোক্তা যার বসতবাড়ী আছে এবং গ্রামেই কৃষির কোন সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগের সমপরিমাণ। অর্থাৎ এরুপ ক্ষেত্রে আগ্রহী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ আবেদনের পূর্বে নিজস্ব বিনিয়োগ থাকতে হবে।	৫০,০০০/-
(ঘ)	শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা কোন আগ্রহী উদ্যোক্তা, যিনি কৃষির যেকোন সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এমন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগের সমপরিমাণ। অর্থাৎ এরুপ ক্ষেত্রে আগ্রহী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ আবেদনের পূর্বে নিজস্ব বিনিয়োগ থাকতে হবে।	৫০,০০০/-
(ঙ)	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কোন উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্য যিনি কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, কিন্তু তার অতীত ঋণ ব্যবহার ও পরিশোধের কার্যক্রম সন্তোষজনক এরূপ উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে	৫০,০০০/-
(চ)	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের/আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতা সদস্য যিনি উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের উপযোগী এবং আগ্রহী এরূপ ক্ষেত্রে	৫০,০০০/-

৬. ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ।-

নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ঋণের আবেদন নিস্পত্তি করতে হবেঃ

(ক)	সমিতির সুপারিশ সহকারে মাঠ সহকারী তার সুপারিশসহ জুনিয়র অফিসার/ফিল্ড সুপারভাইজার এর নিকট ঋণ নথি জমা দিবে।	সর্বোচ্চ ৩ দিনের মধ্যে
(খ)	জুনিয়র অফিসার/ফিল্ড সুপারভাইজার সুপারিশসহ ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দিবে।	সর্বোচ্চ ২ দিনের মধ্যে
(গ)	ব্যবস্থাপক আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুর/নিস্পত্তি করবেন।	সর্বোচ্চ ২ দিনের মধ্যে

৭. ঋণ মঞ্জুরকারী কতৃপক্ষ।— ৭.১ শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপক।

৭.২ ইতোপূর্বে শস্য গোলা ঋণ বিতরণ করা হলে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হলে উক্ত ঋণের সমূদয় অর্থ আদায় সাপেক্ষে অত্র নীতিমালার ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

৮. ঋণ বিতরণ ।-

৮.১ মঞ্জুরীকৃত ঋণ ঋণগ্রহীতার নামে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে খোলা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতা মোবাইলে এ সংক্রান্ত একটি বার্তা পাবেন। ঋণ গ্রহীতা লেনদেন ম্যানেজার এর নিকট হতে ঋণের টাকা উত্তোলণ করতে পারবেন অথবা নিজে ব্যাংকে এসে তার হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

৮.২ লেনদেনে ম্যানেজারের মাধ্যমে ঋণের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রদানের পর পাশ বহিতে লেনদেন ম্যানেজার প্রয়োজনীয় এন্ট্রি প্রদান করে স্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট মাঠ সহকারী তার পরবর্তী পরিদর্শনকালে পাশ বহিতে লেনদেন ম্যানেজার এর স্বাক্ষরের পাশে স্বাক্ষর করবেন। ব্যাংকের শাখা হতে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী (কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশ সহকারী) পাশ বহিতে প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দিবেন।

৯. ঋণের মেয়াদকাল/ঋণ পরিশোধ ঃ

৯.১. ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস। অর্থাৎ কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহনের পর ১ম কিস্তি জমা দেয়ার জন্য বিনিয়োগের প্রকৃতি অনুযায়ী (ফসল বা উৎপাদিত পন্য বিক্রি) ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় পাবেন।

৯.২ মাসিক ভিত্তিতে বিতরণকৃত ঋণ আদায় করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করলে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

৯.৩ ঋণ আদায়ের প্রতিবেদন সাপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে প্রধান কার্যালয় হতে নির্ধারিত প্যানেলে অনলাইনে ইনপুট প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। যে সকল শাখা উক্ত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হবে ঐ সকল শাখার ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. **মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদনে চাঁদা প্রদানঃ** ঋণ বিতরণের সময় মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন নীতিমালা মোতাবেক নির্ধারিত হারে চাঁদা কর্তণ করে জমা করতে হবে।

১১.ঋণের জামানত ও চার্জ ডকুমেন্টস ।-

১১.১ আবেদনপত্রের ছক পরিশিষ্ট-১ এবং পরিশিষ্ট-২ হিসেবে সংযুক্ত আছে।
১১.২ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিপি নোট। (ব্যাংকের নির্ধারিত দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা বা ডিপি নোট ফরমে দু'জন যোগ্য সদস্যের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে, যারা ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধে কোনরূপ অনিয়ম হলে তার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।
১১.৩ সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজারের সুপারিশ।
১১.৪ জামিনদারের স্বাক্ষর।
১১.৫ মাঠ সহকারীর সুপারিশ।

১২.ঋণের সার্ভিস চার্জ ।-

১২.১ ঋণের জন্য ৫% হারে ফ্লাট রেটে সার্ভিস চার্জ ধার্য্য করা হবে।

১২.২ ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করলে যতদিন ঋণ গ্রহীতার নিকট টাকা ছিল ততদিনের সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে। তবে কমপক্ষে ৬ মাসের সার্ভিস চার্জ প্রদেয় হবে;

১২.৩ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করে নির্ধারিত সময়ের পরে যতদিন ঋণ গ্রহীতার নিকট টাকা থাকবে ততদিনের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

১২.৪ নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক কিস্তিতে কেহ ঋণ পরিশোধে আগ্রহী হলে সে ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের পরে পুরস্কার হিসেবে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পরিমাণের উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া যাবে।

১৩. ঋণ আদায় ।-

১৩.১ লেনদেন ম্যানেজার এর মাধ্যমে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।

১৩.২ নির্ধারিত সার্ভিস চার্জসহ পাওনা টাকা পরিশোধের শর্ত মোতাবেক সদস্য কিস্তি প্রদান করবেন।

১৩.৩ সমিতির নির্ধারিত সভায় সদস্য উপস্থিত হয়ে ঋণের কিস্তি লেনদেন ম্যানেজার এর মাধ্যমে পরিশোধ করবেন। লেনদেন ম্যানেজার টাকা গ্রহণের সাথে সাথে তা সদস্য হিসাবে জমাপূর্বক পাশ বহিতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং পল্লী লেনদেন ম্যানেজারের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়ের টাকা জমা করবেন। মাঠ সহকারীকে লেনদেন ম্যানেজার এর স্বাক্ষরের পাশে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

১৩.৪ ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর নিকট কিস্তির টাকা প্রদান করে পাশ বইয়ে এন্ট্রিসহ স্বাক্ষর দিয়ে রাখতে হবে। পাশ বইয়ে এন্ট্রি ছাড়া টাকা লেনদেন হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী থাকবে না, যা সমিতির সভায় সদস্যদেরকে ভালোভাবে অবহিত করতে হবে।

১৩.৫ ঋণী খেলাপী হলে তার ঋণ আদায়ের জন্য বাড়িতে বা অন্য কোন স্থানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কিস্তি আদায় করা যাবে। তবে, বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপকের নজরে থাকতে হবে এবং আদায়কৃত টাকা যথাস্থানে যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

১৩.৬ নির্ধারিত ঋণের কিস্তির সাথে সদস্যের বিশেষ সঞ্চয় যা আবশ্যিক সঞ্চয় হিসেবে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১০০/- টাকা সদস্যের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে।

১৩.৭ সদস্যের কোন কারণে সদস্যপদ বিলুপ্ত হলে বা অনৈতিক কারণে অভিযুক্তহলে এবং এককালীন তার টাকা পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা সমিতির সম্মতিক্রমে একত্রে সকল পাওনা টাকা যে কোন সময় আদায় করা যাবে।

১৩.৮ ঋণ গ্রহণ করে তা বিনিয়োগ না করলেও এককালীন আদায় করা যাবে, এক্ষেত্রে যতদিন তার নিকট টাকা থাকবে ততদিনের সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

১৩.৯ গৃহীত ঋণ এককালীন পরিশোধ করতে চাইলে সর্বোচ্চ ৯ মাসের এবং সর্বনিম্ন ৬ মাসের সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করে আদায় করা যাবে, যা ৬ ও ৯ মাসের মেয়াদী ঋণ বলে বিবেচিত হবে। যদি নির্ধারিত মেয়াদে পরিশোধ না করেন তাহলে বাড়তি সময়ের জন্য সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

১৩.১০ সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাশবই এন্ট্রি না দিয়ে কোন কিস্তি আদায় করা যাবে না, যা সদস্যদের অবহিত করতে হবে যে, সমিতির সভায় যাতে সকলেই পাশবই সঙ্গে নিয়ে আসেন। টাকার পরিমাণ নিশ্চিত হয়ে পাশ বইয়ে মাঠ সহকারী এন্ট্রি দিবেন কোন অবস্থাতেই পাশবই কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা যাবে না। প্রয়োজনে কেটে নতুন করে লিখেতে হবে।

১৩.১১ সমিতির সভায় কিস্তি আদায়ের জন্য মাঠ সহকারী ব্যাংকের কালেকশনশীট ব্যবহার করবেন যা প্রতি মাসে শেষ করে অফিসে সংরক্ষিত লেজারের সাথে এবং সদস্যের পাশ বইয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবেন।

১৪.ঋণ তদারকি।-

১৪.১ ঋণ বিতরণের পর থেকেই শাখা ব্যবস্থাপক প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে তদারকির নিশ্চয়তা বিধান করবে। প্রতিটি শাখায় প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ০১ জন করে মাঠকর্মী নিয়োজিত থাকবেন, যিনি প্রতিটি প্রকল্প অন্ততঃ ১৫ দিনে একবার পরিদর্শন করে সমিতির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন বইয়ে লিপিবদ্ধ করবেন এবং সার্বিক বিষয় উল্লেখপূর্বক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট মাসিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে তা শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবে।

১৪.২ জুনিয়র অফিসার/ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়মিত সমিতি ও প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং মাসিক ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

১৫. মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ।-

১৫.১ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা আদায় করতে হবে। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ঋণের টাকা আদায় না হলে মেয়াদান্তে উক্ত কিস্তির বা সম্পূর্ণ ঋণের টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হিসাব খাতে স্থানান্তর করতে হবে।

১৬. ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচি।-

১৬.১ প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ও বাজারজাতকরণকাল ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ/পরিশোধসূচি (সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/এককালীন) নির্ধারণ করা যাবে।

১৭. সঞ্চয় আমানত হিসাব খোলা।-

১৭.১ এ শ্রেণির ঋণের ক্ষেত্রে এবং ঋণ গ্রহীতার কোন ব্যাংক হিসাব পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাথে না থাকলে ঋণ গ্রহণকালে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ প্রদানকারী শাখায় বাধ্যতামূলকভাবে ০১টি সঞ্চয় আমানত হিসাব খুলবে। তবে এ শাখায় পূর্বে যদি কোন সঞ্চয় আমানত হিসাব খোলা হয়ে থাকে, তবে নতুন করে আর কোন হিসাব খুলতে হবেনা। ন্যূনপক্ষে ১০/- টাকা দিয়েও এ হিসাব খোলা যাবে।

১৮. ঋণ আবেদনের সাথে দালিখযোগ্য কাগজপত্রাদির চেক লিষ্ট।-

➢ যেকোন অংকের ঋণ আবেদনের সাথে সংযুক্তব্য কাগজপত্রাদির তালিকা

১. ঋণের আবেদনপত্র;
২. আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
৩. গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
৪. বিদেশ/শহর ফেরত ব্যাক্তিদেও ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসেবে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র (যদি জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকে বা অন্য ঠিকানা থাকে);
৫. প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সনদের ফটোকপি (যদি থাকে);
৬. গৃহীত ঋণ সঠিক কাজে ব্যবহার করবেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা, যা সংশ্লিষ্ট মাঠ সহকারী কর্তৃক যাচাইকৃত ও সত্যায়িত।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

----------শাখা

জেলা----------

ঋণ কেইস নং-

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সমিতির সদস্যের জন্য ঋণের

ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
----------শাখা
---------- ।

জনাব,

আমি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প থেকে ----------খাতে ঋণ গ্রহণ করেছিলাম। কোভিড-১৯ মহামারিজণিত কারণে আমার বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় আমি পুনরায় টাকা ----------(কথায়----------) ঋণের জন্য আবেদন করছি। নিম্নে আমার তথ্যাদি উপস্থাপন করছি ঃ

১	(ক) পূর্ণ নাম	ঃ		
	(খ) পিতার/স্বামীর নাম	ঃ		
	(গ) মাতার নাম	ঃ		
	(ঘ) মোবাইল নং	ঃ		
	(ঙ) এনআইডি নং	ঃ		
	(চ) জন্ম তারিখ	ঃ		
	(ছ) জাতীয়তা	ঃ		
	(জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ		
২	ঠিকানা	ঃ	গ্রাম ঃ	ওয়ার্ডের নাম ঃ
			উপজেলা ঃ	জেলা ঃ
৩	যে সমিতির সদস্য সে সমিতির নাম ও সদস্য নম্বর	ঃ	সমিতির নাম ঃ	
			সদস্য নম্বর ঃ	
৪	ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণের তথ্যাদি	ঃ	ঋণের গ্রহণের উদ্দেশ্য ও তারিখ ঃ	
			ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ঃ	
			-------তারিখে স্থিতি ঃ	আসলঃ
				সার্ভিস চার্জ ঃ
				মোট ঃ
			ইতোমধ্যে পরিশোধ ঃ	
			যে খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার বর্তমান অবস্থা ঃ	
৫	বর্তমানে আবেদনকৃত ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	ঃ	আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ ঃ	
			ঋণের উদ্দেশ্য ঃ	

০২। আমি ঘোষণা করছি যে, আমি বাংলাশের প্রকৃত নাগরিক। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ব্যাতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনজিও-তে আমার দায় দেনা নেই। আমার নামে ঋণ মঞ্জুর করা হলে ঋণ মঞ্জুরীপত্রের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন এবং নির্ধারিত কিস্তি ব্যাংকে এসে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। ঋণের বিপরীতে জনাব----------
----পিতা ঃ----------, সমিতির সদস্য নং ----------, সমিতির নাম ঃ ----------আমার গ্যারান্টর হতে সম্মত আছেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর, নামসহ সীল ও তারিখ	সমিতির সভাপতি/ম্যানেজার এর স্বাক্ষর, নামসহ সীল ও তারিখ	গ্যারান্টর এর নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ (সমিতির সদস্য নং)	আবেদনকারীর নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

০৩। আবেদনকারীর অনুকূলে টাকা ঃ ----------(টাকা ঃ ----------) মাত্র ঋণ মঞ্জুর করা হলো। মঞ্জুরীকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% । মঞ্জুরীকৃত ঋণ মাসিক ----------টাকা কিস্তিতে সর্বশেষ ----------তারিখে পরিশোধযোগ্য।

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর,
নামসহ সীল ও তারিখ

অনুলিপি ঃ

১) জনাব----------পিতা ঃ----------, সদস্য নং---------সমিতির নাম ঃ
২) সভাপতি/ম্যানেজার----------সমিতি।
৩) নথি।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

----------শাখা

জেলা----------

ঋণ কেইস নং-

বিদেশ/শহর থেকে গ্রামে আসা ব্যক্তির জন্য ঋণের আবেদনপত্র

ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
----------শাখা
---------- ।

জনাব,

আমি----------উপজেলার----------গ্রামের বাসিন্দা। আমি কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি এবং সে জন্য----------দেশ থেকে/----------শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসেছি। আমার----------কাজের প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং সে খাতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে সহজ সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদানের জন্য আবেদন করছি। আমার তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১	(ক) পূর্ণ নাম	ঃ		
	(খ) পিতার/স্বামীর নাম	ঃ		
	(গ) মাতার নাম	ঃ		
	(ঘ) মোবাইল নং	ঃ		
	(ঙ) এনআইডি নং	ঃ		
	(চ) জন্ম তারিখ	ঃ		
	(ছ) জাতীয়তা	ঃ		
	(জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ		
২	ঠিকানা	ঃ	গ্রাম ঃ	ওয়ার্ডের নাম ঃ
			উপজেলা ঃ	জেলা ঃ
৩	যে সমিতির সদস্য হতে ইচ্ছুক	ঃ		
৪	বিনিয়োগের ক্ষেত্র	ঃ		
৫	আবেদনকারী কর্তৃক বিনিয়োগের পরিমাণ	ঃ		
৬	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ		

০২। আমি ঘোষণা করছি যে, আমি বাংলাশের প্রকৃত নাগরিক এবং উপরোক্ত স্থানের বাসিন্দা। আমি প্রস্তাবিত কাজের জন্য বাংলাদেশের অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনজিও থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করিনি। আমার নামে ঋণ প্রার্থিত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ আমি প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিনিয়োগ করবো। আমার নামে ঋণ মঞ্জুর করা হলে ঋণ মঞ্জুরীপত্রের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন এবং নির্ধারিত কিস্তি ব্যাংকে এসে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। ঋণের বিপরীতে জনাব----------পিতা ঃ----------. সমিতির সদস্য নং ----------, সমিতির নাম ঃ ----------আমার গ্যারান্টর হতে সম্মত আছেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রত্যয়নমূলক স্বাক্ষর, নামসহ সীল ও তারিখ	সমিতির সভাপতি/ম্যানেজার এর স্বাক্ষর, নামসহ সীল ও তারিখ	গ্যারান্টর এর নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ (সমিতির সদস্য নং)	আবেদনকারীর নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

০৩। আবেদনকারীর অনুকূলে টাকা ঃ ----------(টাকা ঃ ----------) মাত্র ঋণ মঞ্জুর করা হলো। মঞ্জুরীকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% । মঞ্জুরীকৃত ঋণ মাসিক ----------টাকা কিস্তিতে সর্বশেষ ----------তারিখে পরিশোধযোগ্য।

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর,
নামসহ সীল ও তারিখ

অনুলিপি ঃ

১) জনাব----------পিতা ঃ----------, সদস্য নং---------সমিতির নাম ঃ
২) সভাপতি/ম্যানেজার----------সমিতি।
৩) নথি।